অসময়ে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আম চাষিদের করণীয়

বর্তমানে চৈত্র মাসের শুরু হয়েছে। এ সময়ে মাঝে মাঝে ঘন কুয়াশা দেখা দিতে পারে। ফলে কখনো গরম আবার কখনো ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে আমের বিভিন্ন ধরণের রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এমন পরিস্থিতে আম চাষি ভাইদের করণীয়ঃ-

আমের মুকুল ঝরে পড়ার কারণ

বিশেষ কয়েকটি কারণে আমের মুকুল ঝরে পড়ে থাকে। যেগুলা আম চাষীদের জেনে রাখা জরুরী। যেমনঃ-

১. অধিকতর ঘন কুয়াশার কারণে।

২. উর্বর মাটি না থাকলে বা মাটিতে পর্যাপ্ত রসের সঞ্চালন না থাকলে।

৩. হপার পোকার আক্রমণে।

৪. অ্যানথ্রাকনোজ নামক রোগ হলে।

আমের মুকুল ঝরে পড়া রোধ করার জন্য প্রতিকার

আমের মুকুল ঝরে পড়া রোধে নিম্ন লিখিত নির্দেশনা অনুসরণ করুনঃ

- সর্বদা আম বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। প্রয়োজনে দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর আগাছা ছাটাই করবেন এবং বাগানে যাতে করে প্রাকৃতিক বাতাস গমন-নির্গমন করতে পারে সেদিকে যত্ন নিবেন।
- মরা বা শুকনা ডাল পালা থাকলে, ছেঁটে ফেলবেন। আর যদি কোন ডালে বা মুকুলে ক্ষতিকারণ পোঁকার আক্রমন ঘটে রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে পাতা এবং ডাল পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সাধারণ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এবং সারামাসে আম গাছের নিচে পাতা পড়ে থাকে, সেসকল পাতা কুঁড়িয়ে নিবেন বা পুঁড়িয়ে ফেলবেন।
- প্রচন্ড খড়া পড়ার কারণে , গাছের পানি শূন্যতা হতে পারে। সেজন্য নিয়মিত প্রতিদিন সকালে (সম্ভব হলে, সকাল-বিকাল) গাছের গোঁড়ায় পানি দিবেন।
- সাধারণত আমের মুকুল ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হলো: হপার পোকার আক্রমণ এবং মুকুলে পাউডারিমিলডিউ রোগের প্রভাব। প্রতিকারের জন্য – আমের মুকুলু গুলো মটরদানার মত হলে- হপার পোঁকা দমন করতে নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

প্রতিরোধ হিসেবেঃ সাইপরমেথ্রিন ১০ ইসি (রিপকর্ড, রেলোথ্রিন, সিনসাইপার, ফেনম, বাসাড্রিন) বা ল্যামডা সাই হ্যালাথ্রিন ২.৫ ইসি বা ফেন ভেলারেট ২০ ইসি গ্রুপের মধ্যে যেকোন একটি কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। এজন্য প্রতি এক লিটার পানিতে এক মিলিলিটার হারে গাছের পাতা, মুকুল এবং ডালপালাসহ পুরো গাছে ভালমত কুয়াশাচ্ছন্ন করে স্প্রে করবেন।

- পাউডারিমিলডিউ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ফুল আসার আগে একবার এবং গাছে ফুল উঠার পর আরেকবার “সালফার” জাতের ছত্রাকনাশক পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করবেন।

সাধারণত: কুমোলাস, ম্যাক-সালফার, থিওভিট বা রনভিট ছত্রাকনাশকঃ প্রতি এক লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

- অ্যানথ্রোকনোজ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রতি এক লিটার পানিতে ০১ মিলি প্রোপিকনাজল (টিল্ট) বা ১ গ্রাম কার্বোন্ডাজিম (যেমনঃ অটোস্টিন বা ব্যাভিস্টিন বা ফরাস্টিন ইত্যাদির যেকোন একটি) অথবা, ২ গ্রাম ডাইথ্যান এম৪৫ মেডিসিনটি মিশিয়ে ১০ দিন পর পর গাছের পাতা, ডাল এবং মুকুলসহ সর্বত্র স্প্রে করতে হবে।
- সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ টিপস হচ্ছে: আমের ফলন বেশি পেতে- আম যখন মারবেল আকৃতির ছোট ছোট হবে। তখন প্রতি এক লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে গাছের সর্বত্র সস্প্রে করবেন।

বিস্তারিত পরামর্শের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা নিটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুণ।